পিএইচ.ডি. গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশে প্রিন্টমেকিং চর্চার ছয় দশক– সামগ্রিক মূল্যায়ন

গবেষক

নিত্যানন্দ গাইন

ছাপচিত্র বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১১৩
শিক্ষাবর্ষ ২০১২-২০১৩

সারসংক্ষেপ : 'বাংলাদেশ' বিশ্বমানচিত্রে একটি স্বল্পবয়স্ক দেশ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষণবঞ্চনা আর নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডটি। গৌরবের এই অর্জনের কিছুকাল পূর্বেই শুরু হয়েছিল এ দেশের সৃজনশীল শিল্পপ্রচেষ্টা। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ ভেঙে (১৯৪৭) পাকিস্তান সৃষ্টির অনতিকাল পরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'গভ: ইনস্টিটিউট অব আর্টস্' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে এই উদ্যোগ সূচিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারোৎঘাটনের মাধ্যমেই সৃজনশীল 'ছাপচিত্র' বা 'প্রিন্টমেকিং' চর্চার আনুষ্ঠানিক পথচলাও শুরু হয়। কারণ আর্ট ইনস্টিটিউটের শুরুতে শিল্পচর্চার যে মাধ্যম বা বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছিল ছাপচিত্র ছিল তার একটি। তারপর সময়ের আবর্তনে এ দেশে চর্চিত দৃশ্যশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে ছাপচিত্র আজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয়তম মাধ্যম। সাদা-কালো কাঠ খোদাই মাধ্যমে সূচিত মাধ্যমটির চর্চা ধীরে ধীরে আধুনিকতর নানা করণকৌশল ও নিরীক্ষাসমৃদ্ধ হয়ে এ দেশের কলাশিল্পের জগতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সূচিত ছাপাই মাধ্যমটি পরিণত হয়েছে মূলধারার একটি শিল্পমাধ্যমে এবং জন্ম হয়েছে অসংখ্য ছাপচিত্রীর। দেশের বেশ কিছু শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাধীন শিল্পমাধ্যম হিসেবে এর চর্চার সুন্দর পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। ছাপচিত্রের উত্তরণমূলক এই পথপরিক্রমায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখছে অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীর কর্মকুশলতা। এর মধ্যে হবিবর রহমান (১৯১২-?), জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২), মো. কিবরিয়া (১৯২৯-২০১১), রশিদ চৌধুরী (১৯৩২-১৯৮৬), আবদুর রাজ্জাক (১৯৩২-২০০৫), মুর্তজা বশীর (১৯৩২), নিতুন কুন্ডু (১৯৩৫-২০০৬), মনিরুল ইসলাম (১৯৪৩), রফিকুন নবী (১৯৪৩), মিজানুর রহিম (১৯৪৪), মাহমুদুল হক

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৪৫), কালিদাস কর্মকার (১৯৪৬), শহিদ কবির (১৯৪৭), আবদুস সাত্তার (১৯৪৮), আবুল বারক্ আল্ভী (১৯৪৯), একেএম আলমগীর হক (১৯৫৩), রতন মজুমদার (১৯৫৪), রোকেয়া সুলতানা (১৯৫৮), দিলারা বেগম জলি (১৯৬০), ওয়াকিলুর রহমান (১৯৬১), মুসলিম মিয়া (১৯৬১), আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী (১৯৬৪), আহমেদ নাজির (১৯৬৪), লায়লা শার্মিন (১৯৬৪), রফি হক (১৯৬৫), রশীদ আমিন (১৯৬৬), মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন (১৯৬৬), আবদুস সোবহান হীরা (১৯৭০), আবদুস সালাম (১৯৭১), আনিসুজ্জামান (১৯৭২) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত ছাপচিত্রীর নিমগ্ন সাধনা, ত্যাগ, কর্মকুশলতা ও নিরীক্ষা এ দেশের ছাপচিত্রে যোগ করেছে নানামাত্রিক উৎকর্ষ। মাধ্যমগত উৎকর্ষ যেমন যোগ হয়েছে তেমনি উপকরণ, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও ঘটেছে নানা উত্তরণ। এ দেশের ছাপচিত্র শুরু থেকেই বিশ্ব পরিসরে নিজেদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা এবং সাম্প্রতিক বিশ্বশিল্পের সাথে যুক্ত থেকে নিজেকে সাম্প্রতিক রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। ফলস্বরূপ (এ দেশের) অনেক শিল্পীই অর্জন করেছে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সম্মান এবং আমাদের ছাপচিত্র বিশ্ব আসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজস্ব পরিচয়ে। কিন্তু ছাপচিত্রের এই উত্তরণগুলো চিহ্নিত করে মাধ্যমটি চর্চার কোনো সুসংগঠিত প্রামাণ্য নথি সংগৃহীত হয়নি আজ পর্যন্ত। ছাপচিত্র মাধ্যমের ইতিহাস আর উত্তরণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবীণ শিল্পীদের মুখে উপকথার মতো প্রচলিত এবং ব্যক্তিভেদে তথ্যও সাংঘর্ষিক। এ ছাড়াও বিভিন্ন সংবাদ সাময়িকীতেও এ সম্পর্কিত ছোট ছোট বেশ কিছু নিবন্ধের দেখা পাওয়া যায় যাতে নানা ধরনের তথ্যের অমিলও লক্ষ করা যায়, যা এ মাধ্যমের অতীতকে বিভ্রান্তিকর করে তুলেছে। এইসব বিভ্রান্তি আর সন্দেহ দূর করে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এ মাধ্যমে চর্চাকারী শিল্পীদের শিল্পকর্ম মূল্যায়ন করে বাংলাদেশে সৃজনশীল ছাপচিত্র চর্চার ধারাবাহিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং সঠিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে। যা আগ্রহী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে ও সঠিক ইতিহাস রচনা ও উত্তরণ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে এ দেশে ছাপচিত্র মাধ্যমের চর্চাকে আরও বেগবান করতে উত্তর প্রজন্মের শিল্পীদের উৎসাহিত করবে বলে আশা করা যায়।

.

Dhaka University Institutional Repository